গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Website: www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩০ মে, ২০২৪ তারিখ ১০.৩০ টায় গাজীপুর জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত **৪র্থ সভার রেকর্ড নোটস:**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন যে, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২ খ্রিঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই এ সভার মূল উদ্দেশ্য হলো শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কিভাবে অধিদপ্তরের সেবাসমূহ অর্থাৎ TCV (Time, Cost, Visit) কমিয়ে আনা যায় এবং সংশ্লিষ্টদেরকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে অংশীজনের বক্তব্য শ্রবণ এবং তৎপ্রেক্ষিতে সেবাসমূহ সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সংক্ষিপ্তভাবে অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পটভূমি, কর্মকৌশল, দপ্তরের অর্জন-সাফল্য এবং অধিদপ্তর কর্তৃক কি কি ধরণের সেবা প্রদান করা হয় এবং কিভাবে প্রদান করা হয় সে বিষয়ে উপস্থিত অংশীজনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক তিনি অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও এ সভায় উপস্থাপন করেন।

অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক, গাজীপুর জেলা কার্যালয় এর সঞ্চালনায় উপস্থিত অংশীজনের বক্তব্য/মতামত/পরামর্শ নিম্নরূপভাবে আলোচনা/পর্যালোচনা করা হয় :

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
১.	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রতিনিধি বলেন, আইন মেনে মাদকদ্রব্য জাতীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমাদানি করে থাকি। নির্দিষ্ট সময়ে আমদানিকৃত কোটা ব্যবহার করতে না পারলে পরবর্তী বাৎসরিক কোটা থেকে তা বাদ দেয়া হয়। সাধারণত: বছরের শেষ সময়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করার জন্য যে দেশ থেকে আমাদানি করা হবে সে দেশের কিছু প্রক্রিয়া এবং আমাদের দেশের প্রক্রিয়া অর্থাৎ এলসি সম্পন্ন করতে অনেক ক্ষেত্রে ৫/৬ মাস সময় লেগে যায়। এই ৫/৬ মাস সময়ের মধ্যে বাজারে সংকট তৈরি হয়ে যায়। বাজার সংকট, বিদেশে রপ্তানি, বাৎসরিক চাহিদা ও বিগত কোটা ব্যবহার এবং আগামীতে যৌক্তিক চাহিদার পরিমাণ বিবেচনা করে আবেদনকৃত কাঁচামালের সম্পূর্ণ পরিমাণ আমদানির পূর্বানুমতি দেয়া যায় কি-না বিচেনার অনুরোধ জানান। জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিনিধি বলেন, বিগত বছরগুলোতে আমরা মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধের যে পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করেছি এবং পরবর্তী বছরে যখন আমদানির চাহিদা দাখিল করা হয় তখন কাঙ্খিত পরিমাণ আমাদানির পূর্বানুমতি পাওয়া যায় না। বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।	• সভাপতি বলেন, মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধের কাঁচামাল আমদানির পূর্বানুমতির জন্য আবেদনে যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয় তার যথাযথ তথ্য-উপাত্তসহ যৌক্তিকতা দিতে হবে। চাহিদা যৌক্তিক হলে অথবা পূর্বে আমদানীকৃত মালামালের ব্যবহার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে চাহিদার পরিমাণ অবশ্যই কমানো হয়না, পরিমাণ কমানো অধিদপ্তরের লক্ষ্যও নয়। এক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করা হয়। কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যৌক্তিকতা নির্ধারণের জন্য ফর্ম ১২ ও ১৩ যথাযথভাবে পুরণপূর্বক দাখিল করতে হবে।
২.	পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রতিনিধি বলেন, মাদকদ্রব্য জাতীয় কাঁচামাল আমদানির পূর্বে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুপারিশ নিতে হয়। সে দপ্তরে ফর্মুলেশন পাশ করা থাকে এবং মার্কেট অথরাইজেশন সার্টিফিকেটও পেয়ে থাকি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে যেভাবে সঠিকতা যাচাই করা হয় সে বিষয়ে ওষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ততটা ওয়াকিহাল নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুপারিশ নিতে গিয়ে বেশ সময়ও অতিবাহিত হয়। যেহেতু এনেক্সার এবং মার্কেট অথরাইজেশন সার্টিফিকেট	• সভাপতি বলেন, সেবা গ্রহীতাদের কথা বিবেচনা করেই ইতোমধ্যে শুল্ক খালাসের অনাপত্তি (NOC) দ্রুততার সাথে প্রদান করা হচ্ছে। যারা প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি করেন তাদের গোডাউনের ধারণ ক্ষমতার সমপরিমান আমদানির চাহিদা দিতে হবে। সম্প্রতি প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানিকারক এসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা করে বাৎসরিক বরাদ্দকৃত কোটা অনুসারে আমদানির পরিকল্পনা চাওয়া হয়। সে মোতাবেক লাইসেন্সীগণ বাৎসরিক বরাদ্দকৃত

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
	থাকে। তাই সময় সাশ্রয়ের জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুপারিশ ব্যতিরেকে পূর্বানুমতি দেয়া যায় কি-না বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে পূর্বানুমতির আবেদন দাখিল করার পর তদন্ত হয়ে বিভাগীয় কার্যালয়ে ও পরে প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয় এবং অন্যান্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু কাগজপত্রের মেয়াদ চলে যায়। তখন আবার হালনাগাদ কাগজপত্র দিয়ে আবেদন দিতে বলা হয়। এ বিষয়টি সহযোগিতার দৃষ্টিতে বিবেচনার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। সানোভিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিনিধি বলেন, অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট যে কোন কাঁচামাল আমদানীর পূর্বানুমতির আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন নিষ্পত্তির জন্য কোন ডেডলাইন যদি দেয়া থাকে তাহলে ভালো হয়। কারণ আবেদন দাখিলের পর বারবার অফিসে যাতায়াত করা অনেকক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।	কোটা হতে বছরের কোন সময়ে কোন ধরণের কি পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করা হবে তার চাহিদা উল্লেখ করে আবেদন দাখিল করছেন এবং সকলেই খুব সহজে আনন্দচিত্তে সেবাটি পাচ্ছেন। সেবা গ্রহীতাগণকে বার বার অফিসে গমনাগমন করতে হচ্ছেনা। সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্স/প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানির জন্য আবেদন দাখিলের সময় কি পরিমাণ মজুদ রয়েছে এবং আমদানি করতে কতদিন সময় লাগবে আবেদনকারী ও তদন্তকারী উভয়কেই বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) অনুরোধ করেন। • তিনি আরো বলেন, যে কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে ডেডলাইনের মধ্যে যথাসময়ে সেবাটি প্রদান করার বিষয়ে অধিদপ্তর কাজ করছে। তবে চেকলিস্ট অনুযায়ী যথাযথ কাগজপত্র অবশ্যই সংশ্লিষ্ট আবেদনের সাথে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করেন। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল না করে অসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল করা হলে সেগুলো চেয়ে পত্র দেয়া হয়। যার ফলে অনুমোদনে সময় লেগে যায়।
৩.	জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিনিধি বলেন, সেবা গ্রহীতাদের অসুবিধা/সমস্যাসমূহ শুনার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে এ ধরণের আয়োজনকে তিনি সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন অক্সিমরফিন নামীয় সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্স অনেক দিন ধরে জটিলতার কারণে আমদানি করতে পারছেনা। কোটার বরাদ্দ থাকা সত্বেও আমদানি জটিলতা/দীর্ঘসূত্রিতার কারণে যথাসময়ে আমাদানি করা যায়না-বাৎসরিক বরাদ্দকৃত কোটাও শেষ করা যায়না, নতুন বছর চলে আসে, বাজারে সংকট তৈরি হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে যেহেতু ঔষধ উৎপাদনের এনেক্সার দেয়া থাকে তাই উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পুণরায় সুপারিশ গ্রহণের বিষয়টি তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিদার যৌক্তিকতা, কারখানা ভিজিট, সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে থাকেন। তাছাড়া সেবা অনলাইনভিত্তিক না হওয়ায় নথির গতিবিধি বা অবস্থান সেবাগ্রহীতা জানতে পারেন না। অনেক প্রতিষ্ঠানের নথির গতিবিধি বা অবস্থান মোবাইলে ঘরে বসেই দেখা যায়। তিনি অধিদপ্তরের ই-নথি সিস্টেম আরো উন্নত করার জন্য পরামর্শ/অনুরোধ জানান।	• সভাপতি বলেন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের এনেক্সার অনুমোদনের পর কোন কেমিক্যাল আমদানির জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানির অনুমোদন দেন। কিন্তু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তা করছেনা, কারণ এ অধিদপ্তরের কাজ হলো মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা। তাই মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধের যে কোন কাঁচামাল আমদানির চাহিদা যৌক্তিকতা যাচাই-বাছাই এ অধিদপ্তরকেই করতে হয়। তাছাড়া বিবেচ্য বিষয় হলো এ অধিদপ্তর হতে কোন সেবা গ্রহীতা সেবা পেতে কোন বিড়ম্বনার স্বীকার হচ্ছে কি-না তা নির্ণয় করা। • যেকোন আবেদন নিষ্পত্তির ধাপ কমানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে বা এর বিকল্প বিষয় নিয়েও কাজ করা হচ্ছে। তাছাড়া আবেদন ট্র্যাকিং করার বিষয় প্রবর্তন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভাপতি জানান। • তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অক্সিমরফিনসহ পেথিডিন ও মরফিন ইনজেকশনের মতো অন্যান্য জীবণরক্ষাকারী নারকোটিক্স ড্রাগস লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার আবেদন দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।
৪.	গ্রীণ হাউজ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি বলেন, গাজীপুর এলাকায় সরকার অনুমোদিত অধিকাংশ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এর কার্যক্রম সংকোচিত হয়ে আসছে। এর মূল কারণ হলো অত্র এলাকায় নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাস। যাদের পক্ষে ৮/১০ হাজার টাকা খরচ করে মাদকাক্তি নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যাদের সক্ষমতা রয়েছে তারা দেশের অন্যান্য এলাকায় বা দেশের বাইরে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া ইতোপূর্বে যারা চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ্য রয়েছেন তাদেররকে/তাদের পরিবারকেও নিয়মিত কাউন্সিলিং সেবা দিয়ে যেতে হয়। অত্র এলাকার নিরাময় কেন্দ্রগুলোর জন্য অনুদানের শর্ত সহজ/শিথিল করা না হলে চিকিৎসাসেবা ব্যহত হতে পারে এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে চিকিৎসাসেবা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুদানের শর্ত সহজ/শিথিল করে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।	• সভাপতি বলেন, ২০১৮ সালে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯" প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৯১টি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৩৭টি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪০টি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৮২টি প্রতিষ্ঠানকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৩০ প্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ অনুদান প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রদান করা হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে অনুমোদিত ৩৭৬টি নিরাময় কেন্দ্রেই সিসিটিভি নিশ্চিত করা হয়েছে অর্থাৎ নিরাপত্তাজনিত

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
	তিনি আরো বলেন, অনেক সময় কিছু ক্রিটিক্যাল মানষিক রোগীও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন আসে, কিন্ত মনোচিকিৎসক সংকটের কারণে তাদের যথোপযুক্ত চিকিৎসাসেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। মনোচিকিৎসক থাকা বাধ্যতামূলক হলেও সংকটের কারণে কোন মনোচিকিৎসককে সপ্তাহে ১বার/১৫ দিনে ১বার/মাসে ১ বার পাওয়া যায় অথবা খুব জরুরি হলে যোগাযোগ করে নিয়ে আসা হয়-এটাই বাস্তবতা। ইতোমধ্যে যে সকল ক্রিটিক্যাল মানষিক রোগীকে আমরা ভর্তি করেছি তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি অথবা মনোচিকিৎসক সংকটের বিষয়ে ভেবে দেখার জন্য/বিকল্প কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা বিধিমালা ও অনুদান নীতিমালার শর্তাবলীর আলোকে এবং জেলা পর্যায়ে গঠিত মনিটরিং কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারী পর্যায়ে হাসপাতাল রয়েছে-সেখানে যোগাযোগ করা যেতে পারে। • উপপরিচালক, গাজীপুর বলেন পারিবারিক কাউন্সিলিং বৃদ্ধি করার জন্য ইতোমধ্যে নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে জানানো হয়েছে। বর্তমানে অনেক চিকিৎসকই ভিডিও কলে রোগী দেখেন। দেশে মনোচিকিৎসক সংকট আছে-এটা সত্য, তবে এর বিকল্প হিসেবে নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি মাদকাসক্ত রোগীদের কাউন্সিলিং বাড়ানো যেতে পারে অথবা মাঝে মাঝে কোন মনোচিকিৎসকের সাথে আলোচনা করে সপ্তাহে/১৫ দিনে/মাসে ০১ বার ভিডিও কলের মাধ্যমে চিকিৎসা/কাউন্সিলিং সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিরাময় কেন্দ্রকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৫.	গ্রীণ হসপিটাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক ল্যাব প্রতিনিধি এবং গাজী জেলা প্রাইভেট হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, এ ধরণের সেমিনার/সভা প্রাইভেট হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য পৃথকভাবে আয়োজন করা যেতে পারে। গাজীপুরে প্রায় ২৫০টি এর মতো প্রাইভেট হাসপাতাল আছে, কিন্তু এর মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেরই হাসপাতাল/ক্লিনিক লাইসেন্স নেই। তারা কিভাবে চিকিৎসাসেবা তথা অপারেশরন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ভেবে দেখা/মনিটরিং করা দরকার। তাছাড়া পেথিডিন ও মরফিন লাইসেন্সের শর্ত সহজ করার মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় আনা দরকার এবং লাইসেন্স প্রাপ্তির পর সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি-না তাও মনিটরিং করা দরকার। ডিডি লাইসেন্স ছাড়া হসপিটাল লাইসেন্স যেন দেয়া না হয় এ বিষয়ে সংশ্লিস্ট সিভিল সার্জনকে/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য মন্ত্রণায়কে অনুরোধ করা যেতে পারে। গাজীপুর এলাকায় অবৈধভাবে পেথিডিন/মরফিন বিক্রয়কারী ফার্মেসী মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সহযোগিতা দিতে তার সংগঠন সদা প্রস্তুত মর্মেও তিনি জানান।	• সভাপতি বলেন, গাজীপুর জেলা প্রাইভেট হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আপনার সংগঠনের জানা উচিত কতটি প্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল/ক্লিনিক লাইসেন্স আছে-কতটির নেই? তাছাড়া যে কোন সংগঠন হলো একটি প্রেসারগ্রুপ। গাজীপুর জেলা সিভিল সার্জনের সাথে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে লাইসেন্সের বিষয়ে জানতে পারেন। গাজীপুর জেলার প্রাইভেট হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ফার্মেসী মালিকগণকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য ডিডি লাইসেন্স গ্রহণের আবেদন জানাবেন। • তিনি আরো বলেন, পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশনের কোটা উত্তোলনের জন্য এখন ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, শুধু ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কারণ গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা জেলার সভারের নয়ারহাটে অবস্থিত বিধায় পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশনের কোটা উত্তোলনের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে কাউন্টার স্বাক্ষরপূর্বক রেজিস্টারটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। পূর্বে জেলা কার্যালগুলোর প্রস্তাব অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয়গুলো পরিবহন পাস ইস্যু করার পর ঢাকা জেলা কার্যালয়ে গিয়ে কাউন্টার স্বাক্ষর হতো। এখন বিভাগে আর যেতে হচ্ছেনা-একটি ধাপ কমিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে ঢাকা জেলা কার্যালয়ে গিয়ে কাউন্টার স্বাক্ষর হয়ে থাকে। গণস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা সিটির ভিতরে, এমনকি প্রত্যেকটি বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস করে জনগণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রতিষ্ঠানটি সময় নিয়েছেন। • তাছাড়া ইতোপূর্বে রেনেটা ও পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালসকে পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশন উৎপাদনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ দু'টি প্রতিষ্ঠানও উক্ত ঔষধ উৎপাদন করছেনা। এ প্রতিষ্ঠান দু'টি উৎপাদনে গেলে বাজারে পেথিডিন ও মরফিন জাতীয় ঔষধের ঘাটতি থাকতো না।
৬.	কেথারসিস মেডিকেল সেন্টার লি: প্রতিনিধি বলেন, হাসপাতালে অপারেশনাল কার্যক্রমে বা অপারেশন পরবর্তী ব্যথা নিরাময়ের জন্য পেথিডিন/মরফিন ব্যবহার করা হয়। পেথিডিন/মরফিন শুধুমাত্র গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠানই উৎপাদন করে থাকে। ফলে একক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক সময় উৎপাদন/চাহিদা ঘাটতি থাকার জন্য রোগীরা যথাসময়ে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। ইতোমধ্যে জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালসও মরফিন উৎপাদন করছে। হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা যথাযথভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং রোগীদের কথা বিবেচনায় রেখে এ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অন্যকোন ফার্মাসিউটিক্যালসকে পেথিডিন/মরফিন উৎপাদনের অনুমতি দেয়া কি-না বিবেচনা জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তাছাড়া শুধুমাত্র ঢাকা থেকে পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশনের কোটা উত্তোলনের পরিবর্তে জেলা পর্যায় থেকে পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশনের কোটা উত্তোলন করা যায় কি-না তাও বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান।	

সভায় উপস্থিত উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা সেবাগ্রহীতাদের যে কোন প্রয়োজনে তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহবান জানান। কোনো সেবার বিষয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হলে বা সেবা গ্রহীতার অস্পষ্টতা থাকলে বা অধিকতর জানার জন্য সরাসরি তাঁকে ফোন করার জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি বলেন, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া। সেবা প্রদানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি-হয়রানির শিকার হলে কার বিরুদ্ধে, কখন, কোথায় অভিযোগ করতে হবে সে লক্ষ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করেছেন। যেখানে সেবা আছে সেখানেই অভিযোগ বা ক্ষোভ থাকে। নাগরিকদের অভিযোগ বা ক্ষোভ প্রশমনের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। আবার নাগরিক সুবিধা বিবেচনায় সরকার তথ্য অধিকার আইনও প্রবর্তন করেছেন। এ আইন অনুযায়ী কোন নাগরিক কি কি তথ্য চাইতে বা পেতে পারে বা তথ্য পাওয়া না গেলে করণীয় বিষয়ও সভাপতি কর্তৃক তুলে ধরা হয়। তাছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কোন সেবা গ্রহীতাকে সেবা পেতে কোন বিড়ম্বনা বা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে কি-না তা চিহ্নিতকরণ এবং নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করাই অধিদপ্তরের লক্ষ্য। সভায় অংশগহণের জন্য সভাপতি উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য।

Rahman
২৩/৬/২০২৪

মোঃ মজিবুর রহমান পাটওয়ারী
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) (চ.দা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।